23320 - কার হাতে বাইআত করতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছেন, খুলাফায়ে রাশেদীন এর হাতে বাইআত করেছেন সেভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে কী অন্য কোন ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। বাইআত করতে হয় শুধুমাত্র মুসলিম শাসকের হাতে। আহলে হিল্লি ও আকদ তাঁর হাতে বাইআত করবেন। আহলে হিল্লি ও আকদ হচ্ছে- আলেম সমাজ, সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। এ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করতে হবে না। বরং তারা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ না সেটা গুনাহর আওতায় না পড়ে।

আল-মাজেরি বলেন: "যারা আহলে হিল্লি ওয়াল আকদ শুধু তারা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করলে যথেষ্ট; সর্বসাধারণের বাইআত করা ওয়াজিব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সশরীরে তার কাছে হাযির হয়ে হাতে হাত রাখতে হবে এটা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেকে তার আনুগত্য করবে, তার কথা মেনে চলবে, তার বিরোধিতা করবে না, তার বিপক্ষে যাবে না।"[ফাতহুল বারী থেকে সংকলিত]

ইমাম নববী 'শরহে সহিহ মুসলিম' গ্রন্থে বলেন: বাইআতের ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, বাইআত শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আহলে হিল্লি ওয়াল আকদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে সেটাও শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে- আলেমসমাজ, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যাদেরকে একত্রিত করা সম্ভব হয় তাদের বাইআত করা...। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এসে হাতে হাত রেখে বাইআত করতে হবে এমনটি ওয়াজিব নয়। বরং সকলের উপর ওয়াজিব হচ্ছে- রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ মেনে চলা, তার বিরোধিতা না করা, বিদ্রোহী না হওয়া।" সমাপ্ত

যেসব হাদিসে বাইআতের কথা এসেছে সেখানে বাইআত দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা উদ্দেশ্য। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল কিন্তু তার গর্দানে বাইআত নেই সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" [সহিহ মুসলিম (১৮৫১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপ্রধানরে হাতে বাইআত করছে, হাত দয়ি ও অন্তর থকে তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়ছে সে যনে যথাসম্ভব সে রাষ্ট্রপ্রধানরে আনুগত্য কর। যদি কোন লোক এ রাষ্ট্রপ্রধানরে দায়ত্বি নয়ি টানাটানি করতে আসে তখন তোমরা সে লোকরে গর্দান ফলে দাও।"[সহহি মুসলমি (১৮৪৪)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যদি দুইজন খলফিার হাতে বাইআত করা হয় তখন শষেরে জনকে হত্যা কর" [সহহি মুসলমি (১৮৫৩)] এ হাদসিগুলো প্রত্যকেটি রাষ্ট্রপ্রধানরে হাতে বাইআত করা সংক্রান্ত; এ ব্যাপারে কোন সন্দহে নইে।

ববিভিন্ন দলরে হাতে বাইআত করা সম্পর্কে এক প্রশ্নরে জবাবে শাইখ সালহে আল-ফাওযান বলনে: বাইআত শুধুমাত্র মুসলমি রাষ্ট্রপ্রধানরে হাতে করতে হব। এ ছাড়া যত বাইআত আছে এগুলো বদিআত। এ বাইআতগুলো অনকৈ্যরে কারণ। একই দশেরে একই রাজ্যরে মুসলমানদরে উপর আবশ্যকীয় হলো একজন রাষ্ট্রপ্রধানরে হাতে বাইআত করা। একাধকি বাইআত করা নাজায়যে।[আল-মুনতাকা মনি ফাতাওয়াস শাইখ সালহে আল-ফাওযান ১/৩৬৭]

রাষ্ট্রপ্রধানরে হাতে বাইআত করার পদ্ধতি: পুরুষরে বাইআত করার পদ্ধতি হবে মৌখকিভাবে ও কর্মরে মাধ্যমে অর্থাৎ মুসাফাহা কর। আর নারীদরে ক্ষত্রে শুধু মৌখকিভাব। এ পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাতে সাহাবায়ে করোমরে বাইআতরে মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ছে। এ বষিয়ে আয়শো (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছ- "না, আল্লাহর শপথ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করনে।ি তনিি তাদরেকে মৌখকিভাবে বাইআত করাতনে।"[সহহি বুখারী (৫২৮৮) সহহি মুসলমি (১৮৬৬)]

ইমমা নববী (রহঃ) হাদসিটরি ব্যাখ্যায় বলনে: এ হাদসি মহলিাদরে হাত না ধরে মৌখকিভাবে বাইআত করানোর দললি রয়ছে এবং পুরুষরে হাত ধরে ও মৌখকিভাবে বাইআত করানোর দললি রয়ছে।" সমাপ্ত

আল্লাহই ভাল জাননে।